আলমডাঙ্গা পৌর ভূমি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ

আলমডাঙ্গার পৌর ভূমি কর্মকর্তা রেজাউল হকের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আচরণ ও ভুয়া তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন বেলগাছি এলাকার ভুক্তভোগী মিঠু আলী। এ ঘটনায় তিনি সোমবার রাতে স্থানীয় সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে লিখিত অভিযোগ করেন।

মিঠু আলী জানান, বেলগাছি মৌজার আরএস খতিয়ান নং ১০৪৪ ও খারিজ খতিয়ান নং ২৫–৭৭১৯–সহ একাধিক দাগে মোট ৩.৫২ একর জমি তাঁদের পারিবারিক সরিকানা অংশ হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে ভোগদখলে রয়েছে। এই জমির ওয়ারিশসূত্রে তাঁরা আটজন অংশীদার।

তিনি আরও বলেন, আরএস ১০৪৪ নং খতিয়ানে মৃত কুবের মন্ডলের ছেলে ওমর আলী ও ঝুমর আলীর অংশ ছাড়াও শহিদুল, ঝড়ি বিবি, শাহেদা খাতুন, কফিরন নেছা, আফিরন নেছা ও রুপজান নেছার নাম নিয়মিতভাবে রেকর্ডভুক্ত রয়েছে। অন্যদিকে খারিজ খতিয়ান ২৫–৭৭১৯–এ বিপ্লব হোসেন গং-এর নাম রয়েছে।

মিঠু আলীর অভিযোগ, ২০১১ সালে একই এলাকার শাহিন রেজা গোপনে আফিরন নেছার কাছ থেকে ১৬ শতক সরিকানা জমি ক্রয় করেন। পরে তিনি আদালতে দখলে পিটিশন মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্তের দায়িত্ব পান আলমডাঙ্গা পৌর ভূমি কর্মকর্তা রেজাউল হক। চলতি বছরের ২৮ আগস্ট সরেজমিন তদন্তে গেলে ভূমি কর্মকর্তা তাঁদের বা অন্যান্য অংশীদারদের না জানিয়ে একতরফাভাবে তদন্ত পরিচালনা করেন এবং প্রতিবেদন আদালতে পাঠান। ওই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আদালত বিবাদীপক্ষকে আবাদি ফসল (ধান) কেটে নেওয়ার অনুমতি এবং আগামী ৩০ নভেম্বর দুই পক্ষকে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন।

মিঠু আলী অভিযোগ করেন, ভূমি কর্মকর্তার পক্ষপাতমূলক ভূমিকার কারণেই আমাদের বৈধ জমি অন্যপক্ষ কেটে নিচ্ছে। এতে আমরা মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়েছি।যাহাতে পূন:তদন্ত করে আমার জমির ফলানো ফসল ফিরে পাই এবং সুস্থ তদন্তের মাধ্যমে নিরপেক্ষ সঠিক বিচার পাই তার জন্য আলমডাঙ্গা ভূমি কর্মকর্তা ও পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপ

কামনা করছি।

গাংনীতে ছাত্রী ধর্ষণের অভিযোগে সেই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা

অশ্লীল ভিডিও কান্ডে ভাইরাল হওয়া মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সেই প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী সপ্না খাতুন।

আজ সোমবার দুপুরে মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে মামলাটি দায়ের করা হয়।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, কাজিপুর গ্রামের মৃত আফাজ উদ্দিনের ছেলে প্রধান শিক্ষক মোঃ রাজু আহমেদ ২০২২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের দিন তার অফিসে একা ডেকে নিয়ে নানা রকম প্রলোভনে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে হাত দেয়। বাধা দিতে গেলে মুখ চেপে ধরে খুন করে ফেলার হুমকি দিয়ে জোর পূর্বক ধর্ষণ করে। এভাবে ১০/১১/২০২৫ সাল পর্যন্ত দিনের পর দিন আমাকে স্কুলের অফিস রুম সহ বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে ধর্ষণ করতে থাকে।

এছাড়া রাজু মাষ্টার তার মোবাইল ফোন থেকে তাকে ফোন করেন এবং যৌনাঙ্গ প্রদর্শন সহ বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে যৌন হয়রানী করতে থাকে দিনের পর দিন। এইভাবে আসামী আমাকে বিয়ের প্রলোভন দিয়ে কুষ্টিয়া শহরে তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে নিয়ে স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে দিনের পর দিন ধর্ষণ করতো। শেষ ঘটনার তারিখ ও সময়ে বিয়ের কথা বলে তার অফিসে স্কুল ছুটির পরে ডেকে নিয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে একাধিক বার জোর পূর্বক ধর্ষণ করে।

নিরুপায় হয়ে ধর্ষক রাজু মাষ্টারের বিরুদ্ধে ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধনী ২০০৩) এর ৭/৯(১)/১০ ধারায় মামলা

দায়ের করেছি। মামলায় তিনি ন্যায় বিচার প্রত্যাশা করেন।

স্থানীয় ও এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে, অশ্লীল ভিডিও কান্ডে ভাইরাল হওয়া রাজু মাষ্টারের বিরুদ্ধে নানা আলোচনা-সমালোচনা ও নিন্দার ঝড় উঠেছে। অপকর্ম আড়াল করতে নানাভাবে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। এদিকে অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর থেকে সে পলাতক রয়েছে। তার বিচারের দাবিতে শিক্ষার্থী ও গ্রামবাসী ইতোমধ্যে মানববন্ধন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে স্বারকলিপিও দিয়েছে। এঘটনায় বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদ রাজু মাষ্টারকে সাময়িক বরখাস্ত করলেও দাবি উঠেছে স্থায়ী বহিষ্কারের।

এবিষয়ে কথা বলতে এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাময়িক বরখাস্ত ভাইরাল হওয়া প্রধান শিক্ষক রাজু মাষ্টারের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে কল দেয়া হলে বন্ধ পাওয়া যায়।

মামলার আইনজীবি শাহরিয়ার মাহমুদ শাওন বলেন, বিজ্ঞ মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক আলী মাসুদ শেখ মামলাটি এফআইআর (নথিভুক্ত) করতে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি বানী ইসরাইল বলেন, আদালতের নির্দেশের কাগজপত্র এখনও থানায় আসেনি। আসলে মামলা রেকর্ড করে তদন্ত কার্যক্রমের পাশাপাশি আসামী গ্রেফতারে অভিযান চলানো হবে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গায় বিএনপি নেতার সংবাদ সম্মেলন

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচারের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির নেতা কামাল উদ্দিন।

তাকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিথ্যা ও কুরুচিপূর্ণ প্রচারণার অভিযোগ তুলে আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামাল উদ্দিন গতকাল রবিবার রাতে স্থানীয় সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।

লিখিত বক্তব্যে কামাল উদ্দিন বলেন, তিনি বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও একজন সফল ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক। দীর্ঘদিন ধরে তিনি এলাকার অসহায় ও বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে থেকে সেবা দিয়ে আসছেন, যার ফলে এলাকায় তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে স্থানীয় জামায়াতপন্থি একটি চক্র তাঁর জনপ্রিয়তা ও সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে ষড়যন্ত্রে নেমেছে। ওই চক্র সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা, বানোয়াট ও কুরুচিপূর্ণ তথ্য প্রচার করছে।

কামাল উদ্দিন বলেন, এই অপপ্রচার সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমি ইতোমধ্যে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছি।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি সহকর্মী ও সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত না হয়ে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে থাকার আহ্বান জানান।

জীবননগরে বিএনপি নেতাদের জড়িয়ে ফেইসবুক ও সোশ্যাল মিডিয়ায় মিথ্যা অপপ্রচার এবং গুজবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সাংবাদিক সম্মেলন

চুয়াডাঙ্গা জীবননগরে বিএনপি নেতাদের জড়িয়ে ফেইসবুক ও সোশ্যাল

মিডিয়ায় মিথ্যা অপপ্রচার এবং গুজবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সংবাদ সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০ টার সময় জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়ন বিএনপি’র আয়োজনে বন্দর মাঠে এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সীমান্ত ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল গনির সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভা ও সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক শাজাহান আলী, উপজেলা বিএনপি’র যুগ্ন সাধারন সম্পাদক ও উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মঈন উদ্দিন ময়েন, সীমান্ত ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক বদর উদ্দিন বাদল, সাংগঠনিক সম্পাদক আইয়ুব আলী,দুই নাম্বার ওয়ার্ড বিএনপি’র সাধারন সম্পাদক সাইফুল ইসলাম সহ উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের বিএনপি নেতা কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন, বিএনপি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এবং জনপ্রিয় দল। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বিএনপি ভালো অবস্থানে রয়েছে। বিএনপির এই ভালো অবস্থান ও দলের সুনাম নষ্ট করার জন্য দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যা অপপ্রচার ও গুজব ছড়ানো হচ্ছে। এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে সীমান্ত ইউনিয়ন বিএনপি।

তারা আরো বলেন, সম্প্রতি গোয়ালপাড়ার ৫ জনকে অপহরণ নিয়ে ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যা অপপ্রচার ও গুজব ছড়ানো হচ্ছে। তবে আপনারা লক্ষ্য করবেন, উদ্ধার হওয়ার পর সাধারণ কৃষক স্বপন আলীসহ আরও দুজন জানিয়েছেন, তাদের অপহরনের সঙ্গে আব্দুল মজিদ, শাহিন, সাইফুল, রুহুল ও লালন, যারা অপহরন করেছে তারা সবাই যশোর এলাকার ভারতীয় স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের লোক। জীবননগরের আর কেউ অপহরনের সঙ্গে ছিল না। একই কথা জানিয়েছে তাদের পরিবারের সদস্যরা। তারপরও জীবননগর উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মঈন উদ্দীন ময়েনসহ বিএনপি নেতাদের নিয়ে ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যা অপপ্রচার ও গুজব ছড়ানো হচ্ছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

আপনারা অপহরণ হওয়া ব্যক্তি ও পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বললে জানতে পারবেন, মঈন উদ্দীন ময়েন অপহরনের ঘটনার ২-৩ দিন পর অপহৃত একজনের আত্মীর মাধ্যমে বিষয়টি জানতে পারেন। পরে তাদের অনুরোধে গোয়ালপাড়া গ্রামে যান। পরে আব্দুল মজিদসহ অপহরনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের ছাড়ানোর চেষ্টা করেন। তবে বিষয়টি সমাধান

করতে না পারায় তিনি প্রশাসনের দারস্ত হওয়ার জন্য বলেন। এ ঘটনার সঙ্গে এর বাইরে তার কোনো সম্পৃক্তাতা নেই। তিনি উপকার করতে গিয়ে নানা মিথ্যা অপবাদের শিকার হচ্ছেন। আমরা এই মিথ্যা অপপ্রচার ও গুজবের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা সাংবাদিকের বিষয়টি আরও তদন্ত করার আহ্বান জানাচ্ছি।

ঝিনাইদহে মসজিদের জমি বিক্রির অভিযোগ সভাপতি ও ইমামের বিরুদ্ধে

ঝিনাইদহে মসজিদের জমি ইমাম ও মসজিদ কমিটির কথিত সভাপতির বিরুদ্ধে গোপনে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের প্রমাণ পেয়ে গত বুধবার বিকালে এলাকার লোকজন ও মসজিদ কমিটির লোকজন মিটিং করে ইমামকে চাকরিচ্যুত ও সভাপতিকে অপসারণ করেছে।

ঘটনাটি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সাগান্না ইউনিয়নের আমেরচারা বাজারে অবস্থিত বাইতুল মামুর জামে মসজিদের।

আমেরচারা বাজারের দোকান মালিক সদস্যরা জানিয়েছেন, আমেরচারা বাজারে অবস্থিত বাইতুল মামুর জামে মসজিদের ইমাম রবিউল ইসলাম ও মসজিদ কমিটির সভাপতি সদর আলী এই মসজিদের নামে রেজিস্ট্রি ১৬ শতক জমি সানা উল্লাহ নামে এক প্রবাসীর কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। কমিটির অন্য সদস্যদের না জানিয়ে বিক্রিত জমি ক্রেতার নামে মসজিদের পক্ষে রেজিস্ট্রিও করে দিয়েছেন সদর আলী। মোটা টাকা ঘুষের মাধ্যমে সদর সাব রেজিস্ট্রি অফিস বেআইনীভাবে এই রেজিস্ট্রি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে বলেও অভিযোগ তুলছেন ভুক্তভোগীরা।

মসজিদের মৌখিক কমিটির সভাপতি সদর মন্ডল দাতা হিসেবে এই জমি সদর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে জমির দলিলে স্বাক্ষর করেছেন(দলিল নং- ১০৯৪০/২৫)। দলিল লেখক আমিনুল ইসলাম(সনদ নং-৭২) এই দলিল প্রস্তুত করেন এবং সাবরেজিস্ট্রার মোস্তাক হোসেন এই দলিল রেজিস্ট্রি করেন।

মসজিদ কমিটির সেক্রেটারী আরজান আলী জানান, সাগান্না গ্রামের মরহুম শুকুর আলীর তিন ওয়ারিশ সুফিয়া খাতুন, আলেয়া পারভীন ও শাহীনা পারভীন ৪৩ নং সাগান্না মৌজার ২৫-১৯৫৬ খতিয়ানের ২১২২ দাগের ১৬ শতক ধানী জমি মসজিদের নামে দান পত্র করে দেন ২০২৩ সালের ৪ জুলাই। এই জমি গোপনে মসজিদ কমিটির অন্য কাউকে না জানিয়ে সভাপতি সদর আলী ও ইমাম রবিউল ইসলাম মিলে গত সেপ্টেম্বর মাসের ২৫ তারিখে প্রবাসী সানা উল্লা নামের এক ব্যক্তির নামে রেজিস্ট্রি করে দিয়ে টাকা আত্মসাৎ করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের না জানিয়ে একটি রেজুলেশন তৈরি করেছেন সদর আলী ও ইমাম রবিউল ইসলাম যা মসজিদের রেজুলেশন খাতায় অন্তুর্ভুক্ত নেই। নতুন দলিলে জমির মূল্য ধরা হয়েছে ২ লাখ ৯৪ হাজার। কিন্তু মসজিদ ফান্ডে এই টাকা জমা হয়নি।

জমি ক্রেতা সানা উল্লার পিতা আকবার আলী বলেন, ২০২০ সালে মসজিদ কমিটির তৎকালীন সভাপতি-সেক্রেটারির কাছ থেকে তিনি ১ লাখ ২০ হাজার টাকায় এই জমি কিনেছেন। কিন্তু দীর্ঘদিন হয়ে গেলেও রেজিস্ট্রি করে দিচ্ছিল না।

গত সেপ্টেম্বর মাসে আমার ছেলের নামে মসজিদ কমিটির বর্তমান সভাপতি সদর আলী দাতা হিসেবে জমি রেজিস্ট্রি করে দিয়েছেন।

আকবার আলী ২০২০ সালে এই জমি কেনার কথা বললেও অনুসন্ধান করে জানাগেছে, ২০২৩ সালের ৪ জুলাই ৮৯৭০ নং দলিলে আলেয়া পারভীন, শাহীনা পারভীন ও সুফিয়া খাতুন মসজিদকে এই জমি দান করেন।

আরজান আলী জানিয়েছেন, ২০২৪ সালের ১ জুনের পরে মসজিদের আর কোন রেজুলেশন হয়নি। কমিটির সেক্রেটারী হিসাবে রেজুলেশন খাতা তার কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর আগের কমিটি ভেঙে দিয়ে মৌখিক ভাবে আরেকটি কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটিতে সভাপতি হন সদর আলী এবং আমি পূনরায় সেক্রেটারী নির্বাচিত হই। এর আগের কমিটিতে সভাপতি ছিলেন মিজানুর রহমান নামের আরেক ব্যক্তি। নতুন কমিটি গঠনের পরে কোন রেগুলেশন করা হয়নি। রেজুলেশন খাতা বের করে তিনি প্রমাণও দেখান।

সদর আলী বলেন, সমস্যা মিটে গেছে। বুধবার মিটিং হয়েছে। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে জমি ক্রেতাকে টাকা ফেরত দেয়া হবে। কাউকে না জানিয়ে গোপনে কেন রেজিস্ট্রি করে দিলেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি অল্প কিছুদিন সভাপতির দায়িত্ব নিয়েছি। এই জমি অনেক আগের কমিটির সভাপতি-সেক্রেটারি মিলে বিক্রি করে রেখে গেছে। আমি কয়েক মাস

দায়িত্ব নিয়েছি। ক্রেতা আমাদের কাছে জমি রেজিস্ট্রির দাবি তুললে কমিটির অন্য সবাই বলেছিল জমির সমস্যার সমাধান করা হবে। কিন্তু কোন রেজুলেশন করা হয়নি বলেও তিনি স্বীকার করেন।

মসজিদের ইমাম রবিউল ইসলাম অভিযোগের বিষয়ে কোন বক্তব্য দিবেন না বলে জানান। তার যা বক্তব্য তা মিটিংয়ে সবার সামনে বলবেন বলে জানান।

দলিল লেখক আমিনুল ইসলাম ভুয়া রেজুলেশনে জমির রেজিস্ট্রির সত্যতা স্বীকার করে বলেন, আমার কাছে মসজিদের ইমাম ও সভাপতি এসে যে কাগজ পত্র দিয়েছে সেই আলোকে আমি দলিল প্রস্তুত করেছি। তবে আমিও পরে বুঝতে পেরেছি রেজুলেশনটি ভুয়া।

তবে ঝিনাইদহ সদর সাব রেজিস্ট্রার মোস্তাক হোসেন বলেছেন, একটি রেজুলেশনের ভিত্তিতে জমি রেজিস্ট্রি করেছি। এই রেজুলেশন সঠিক না ভুল সেটা আদালত প্রমাণ করবে। তবে এই দলিল রেজিস্ট্রির সাথে অনৈতিক লেনদেনের অভিযোগটি সঠিক নয় বলে তিনি দাবি করেন। দলিল লেখক অনিয়ম ও অসত্য তথ্য উপস্থাপন করলে তার লাইসেন্স বাতিল করা হবে।

গাংনী প্রাণী সম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন বিক্রয়ের অভিযোগ

মেহেরপুর গাংনী উপজেলা প্রাণীসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডা. আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে সরকারি বরাদ্দকৃত লাম্পি স্কিন (এলএসডি) ভ্যাকসিন বিক্রয়ের অভিযোগ উঠেছে।

ডা. আলাউদ্দিন গাংনী উপজেলা প্রাণীসম্পদ ভেটেরিনারি হাসপাতালে যোগদানের পর থেকে গোপনে সরকারি বরাদ্দকৃত ঔষধ ও বিভিন্ন ভ্যাকসিন খামারিদের নিকট থেকে ৩ হাজার ৭০০ টাকা করে নিয়ে এই ভ্যাকসিন সরবরাহ করেছেন বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগীরা।

গাংনী উপজেলা প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর ভেটেরিনারি হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গাংনী উপজেলার বিভিন্ন খামারে গরুর সংখ্যা ৫৮ হাজার ৩৬৫টি, খাসি ছাগলের সংখ্যা ১ লাখ ৩ হাজার ৮৬৯টি, ছোট ছাগলের সংখ্যা ১৪ হাজার ৭৭০টি, ভেড়ার সংখ্যা ২ হাজার ৯১৭টি এবং মহিষের সংখ্যা ৬৫২টি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলা প্রাণীসম্পদ হাসপাতালে সরকারিভাবে লাম্পি স্কিন (এলএসডি) রোগে আক্রান্ত হয়ে হাজার হাজার গরুর মৃত্যু হচ্ছে।

ভাইরাসজনিত এই রোগে আক্রান্তের মধ্যে ছোট বাছুরের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। রোগটি দ্রুত ছড়িয়ে যাওয়ায় গরু-বাছুর নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন খামারিসহ এলাকার হাজার হাজার কৃষক।

সরকারি বরাদ্দকৃত ভ্যাকসিন না পেয়ে অনেক খামারী অতিরিক্ত দামে বাইরে থেকে ভ্যাকসিন ক্রয় করে গরুকে দিচ্ছেন। আর এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন ডা. আলাউদ্দিন এমন অভিযোগ খামারিদের। অভিযোগ রয়েছে, তিনি বিভিন্ন ফার্মেসিতে বিশেষ সুবিধা নিয়ে গোপনে ওই ঔষধ সরবরাহ করে থাকেন।

প্রতিষেধক হিসেবে সরকারিভাবে প্রাণীসম্পদ হাসপাতালে (এলএসডি) ভ্যাকসিন বরাদ্দ দিলেও, বিভিন্ন অজুহাতে লাম্পি স্কিন ডিজিজের জন্য সরকারি কোনো ভ্যাকসিন নেই বলে খামারিদের বিদায় করছেন প্রাণীসম্পদ অফিসের ওই কর্মকর্তা।

গাংনী উপজেলায় পৌরসভাসহ ৯টি ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকার খামারী ও কৃষকের ঘরে প্রায় ২ লাখ গরু-বাছুর রয়েছে। বর্তমানে সেখানে লাম্পি স্কিন রোগের প্রাদুর্ভাব দিন দিন বাড়ছে।

এর মধ্যে কাজিপুর ইউনিয়নের কাজিপুর, হাড়াভাঙ্গা, সাহারনগর, ষোলটাকা ইউনিয়নের কাষ্টদহ, জুগিরঘোফা, ষোলটাকা, মিনাপাড়া, সাহারবাটি ইউনিয়নের ধর্মচাকী, ভোমরদহ, হিজলবাড়ি, ধানখোলা ইউনিয়নের কসবা, যুগিন্দা, ভাটপাড়া গ্রাম এলাকায় রোগটির প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি।

এদিকে স্থানীয় কয়েকজন কৃষক জানিয়েছেন, লাম্পি স্কিন রোগ (এলএসডি) ছড়িয়ে পড়ায় খামারিসহ এলাকার হাজারো কৃষক চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। সরকারি হাসপাতালে ভ্যাকসিন না পেয়ে তাদের অনেকের মনে এখন ‘লাম্পি আতঙ্ক’ বিরাজ করছে। অনেক খামারী বাইরে থেকে ৩ হাজার ৭০০

টাকা দরে ক্রয় করছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় কয়েকজন গরু খামারী জানান, উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তার যোগসাজশে প্রাণীসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আলাউদ্দিন সরকারি ঔষধ গোপনে বিভিন্ন ফার্মেসির কাছে দিয়ে সরকারি ভ্যাকসিন ও ঔষধ বিক্রি করে আসছেন।

এছাড়াও সরকারি বেতনভুক্ত প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা চিকিৎসাপত্রে নামমাত্র কোম্পানির ঔষধ এবং ভিটামিন পণ্য লিখে খামারিদের সঙ্গে প্রতারণা করছেন।

ভুক্তভোগী খামারিরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

এ বিষয়ে উপজেলা প্রাণীসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডা. আলাউদ্দিন বাইরে ঔষধ ও ভ্যাকসিন বিক্রয়ের কথা অস্বীকার করে বলেন, “আমি কোনো ভ্যাকসিন বাইরে বিক্রয় করিনি। যদি কেউ বলে থাকে, সেটা মিথ্যা বলেছে। সরকারি বরাদ্দকৃত ভ্যাকসিন বিনামূল্যে খামারিদের দেওয়া হচ্ছে। টাকা নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।”

সরকারি ভ্যাকসিন বাইরে বিক্রয়ের ব্যাপারে জানতে চাইলে উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মোত্তালেব আলী বলেন, “চলতি বছর এই প্রথম লাম্পি স্কিন (এলএসডি) ভ্যাকসিন সরকারিভাবে বরাদ্দ পেয়েছি। ৫ হাজার ৪০০ ডোজের মধ্যে ৪ হাজার ৪৯৬ ডোজ গরুকে দেওয়া হয়েছে। বাকি ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ চলমান রয়েছে। বিনামূল্যে গরু খামারিদের এই ডোজ দেওয়া হয়েছে।”

সরকারি ভ্যাকসিন বরাদ্দ পাওয়ার আগে জরুরি প্রয়োজনে কেউ কেউ ৩ হাজার টাকা বা তার বেশি দামে ভ্যাকসিন ক্রয় করে থাকতে পারেন, যা আমার জানা নেই। গাংনী পশু হাসপাতালে টাকা নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

তিনি আরও বলেন, “প্রকল্পভুক্ত খামারির সংখ্যা ৮৪০ জন, এর মধ্যে রেজিস্টার্ড ভুক্ত খামারিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত খামারির বাইরেও এই সুবিধা দেওয়া হয়েছে। সরকারি ঔষধ বাইরে বিক্রয়ের কোনো সুযোগ নেই। যে সকল গরুকে দেওয়া হয়েছে, সেই সকল খামারির তালিকা আমাদের কাছে আছে। আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখুন, যদি কোনো কর্মকর্তা ভ্যাকসিন বাইরে বিক্রি করে টাকা নেয়। আর যদি কেউ প্রমাণ দিতে পারে, তাহলে তার বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

আলমডাঙ্গায় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগে বিক্ষোভ

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. এস.এম. মাহমুদুল হকের বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলা, অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের সামনে এই কর্মসূচি পালন করেন স্থানীয় কৃষক, খামারি, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

বক্তারা অভিযোগ করেন, প্রাণিসম্পদ সেবায় ঘুষ বাণিজ্য, সরকারি প্রকল্পে অনিয়ম ও সাধারণ খামারিদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে। এসব কর্মকাণ্ডে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বলে দাবি করেন তারা।

বক্তারা আরও বলেন, সরকার প্রাণিসম্পদ খাতে উন্নয়ন আনতে নানা উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু কিছু কর্মকর্তার অনিয়ম, দায়িত্বহীনতা ও দুর্নীতির কারণে মাঠপর্যায়ের কৃষক-খামারিরা সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আলমডাঙ্গা উপজেলার প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মাহমুদুল হক দায়িত্বে থেকে জনস্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছেন।

বিক্ষোভকারীদের মাধ্যে জান্নাতুল নুপুর বলেন, প্রতি মাসে আমাদের নিয়ে সেমিনার করা হতো আগে। গবাদি পশু পালনে পরামর্শ, আর্থিক সহোযোগিতায় দেওয়া হতো আগে। কিন্তু বর্তমানে সকল কার্যক্রম বন্ধ রেখেছে। তাই সকল সেবামূলক কার্যক্রম চালু করতে আজকের বিক্ষোভে অংশ নিয়েছি। অনেকই আবার ক্ষোভ প্রকাশ করে

দ্রুত অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত ও ডা. মাহমুদুল হকের অপসারণের দাবি জানান।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ডা. এস.এম. মাহমুদুল হক সাংবাদিকদের বলেন,

আমার বিরুদ্ধে করা অভিযোগগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমি দায়িত্বশীলভাবে আমার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি। সম্প্রতি উপজেলার বিভিন্ন খামার, টিকাদান কার্যক্রম ও সরকারি প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি করেছে।

আলমডাঙ্গায় খালের অবৈধ দখলের বিরুদ্ধে মানববন্ধন

আলমডাঙ্গার জামজামী ও ডাউকী ইউনিয়নবাসী’র পক্ষ থেকে যমুনা মাঠ থেকে কুমার নদ পর্যন্ত ২ কিঃ মিঃ খালের উপর অবৈধ দখল উচ্ছেদের দাবীতে মানববন্ধন করেছে।

গতকাল বুধবার আলমডাঙ্গা উপজেলা চত্ত্বরে দুপুর ১২ টার সময় এই মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘদিন থেকে আলমডাঙ্গা হাউসপুর থেকে বিনেদপুর, বাদেমাজু ছাড়িয়ে যমুনার মাঠ সংলগ্ন দীর্ঘ ২ কিমি খালের উপরদিকে অবৈধ স্থাপনা গড়ে তুলেছে।

এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবী ছিল যে এই অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা। কিন্তু কিছু অসাধু অবৈধ দখলদারদের কারণে এই সুদীর্ঘ ২ কিমি খালের সংস্কার হয়নি।

এ বিষয়ে গতকাল আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মেহেদী ইসলাম বরাবর স্বারকলিপি প্রদান করেন।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মেহেদী ইসলাম বলেন, মানববন্ধনকারীদের স্বারক লিপি পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে পরিদর্শন করে এসেছি। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সকল প্রকার আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

মেহেরপুরে প্রথম আলো প্রতিনিধির বিরুদ্ধে কালবেলা প্রতিনিধির মামলা

দৈনিক কালবেলার মেহেরপুর প্রতিনিধি খান মাহমুদ আল রাফি প্রথম আলোর স্থানীয় প্রতিনিধি আবু সাঈদের বিরুদ্ধে ৫০ লাখ টাকার মানহানির মামলা করেছেন।

আজ রবিবার (৫ অক্টোবর) মেহেরপুরের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোহাঃ নাসির উদ্দিন ফরাজি মামলাটি গ্রহণ করে মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জকে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলার আবেদনে বলা হয়েছে, আবু সাঈদ প্রতিহিংসাবশত ও ইচ্ছাকৃতভাবে লন্ডন প্রবাসী শহিদুল ইসলাম শাহীনকে রাফির বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করেন। ওই তথ্যের ভিত্তিতে শহিদুল ইসলাম ফেসবুক লাইভে এসে রাফিকে নিয়ে প্রকাশ্যে বিদ্রূপ, মশকরা ও মানহানিকর বক্তব্য দেন। লাইভে তিনি দাবি করেন, রাফি অনলাইন ক্যাসিনো এজেন্টের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা নিয়েছেন। তবে পরে আরেকটি লাইভে এসে শহিদুল স্বীকার করেন, তথ্যটি তাকে দিয়েছেন আবু সাঈদ, কিন্তু কোনো প্রমাণ তিনি দিতে পারেননি।

খান মাহমুদ আল রাফি তার আরজিতে উল্লেখ করেছেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে মেহেরপুরে অনলাইন জুয়া ক্যাসিনো নিয়ে ধারাবাহিক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করছেন। এর প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সিআইডি একাধিকবার তাকে ডেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছে এবং অনলাইন জুয়া প্রতিরোধ আইনের সংশোধনেও তার রিপোর্ট প্রভাব ফেলেছে।

রাফির দাবি, তার এই সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে আবু সাঈদ ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে দিয়েছেন, যা তার সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে এবং পেশাগত সুনামে আঘাত হেনেছে। এর ফলে তাঁর এবং তার কর্মরত প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। তিনি মানহানির ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৫০ লাখ টাকা দাবি করেছেন।

মামলার সাথে ফেসবুক লাইভের ভিডিও, ভয়েস রেকর্ড ও চ্যাট কনভার্সেশন আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে।

মামলায় বাদী পক্ষে মিজানুর রহমান, মোখলেসুর রহমান স্বপন ও সেলিম রেজা কল্লোল আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

এ ঘটনায় দৈনিক কালবেলার মেহেরপুর প্রতিনিধি খান মাহমুদ আল রাফি বলেন, ‘সারাদেশেই মফস্বল পর্যায়ের সাংবাদিকদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ির একটা নোংরা খেলা সব সময় চলতে থাকে। যেগুলোর কোন ভিত্তি থাকেনা। প্রতিহিংসাবশত অন্যের ভাবমূর্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করতেই এগুলো করা হয়। এই নোংরামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ আমি আইনের আশ্রয় চেয়েছি।’

এ বিষয়ে প্রথম আলো প্রতিনিধি আবু সাঈদ বলেন, যেহেতু বিষয়টি আদালতে গড়িয়েছে, আদালতের মাধ্যমেই মোকাবেলা করা হবে।”

হরিণাকুণ্ডুতে চাচার বিরুদ্ধে প্রবাসী ভাতিজার অভিযোগ

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে পূর্বশত্রুতার জেরে প্রবাসী ভাতিজার ক্রয়কৃত জমির ১৬ টি মেহেগুনি গাছ, ৫ টি কাঠাল গাছ, ৩টি আম গাছ, ২ টি পেপে গাছসহ অন্যান্য ফসল নষ্ট করে দখল করার অভিযোগ উঠেছে চাচার বিরুদ্ধে।

শনিবার (৪ অক্টোবর) এবিষয়ে থানায় অভিযোগ করেন প্রবাসীর স্ত্রী মোছাঃ বিলকিস খাতুন। বিলকিস খাতুন লিখিত অভিযোগে জানান, আমার স্বামী মোঃ আব্দুল মান্নান, উপজেলার বৈঠাপাড়া, গ্রামের মোঃ মোতালেব হোসেনের ছেলে তিনি দীর্ঘদিন মালয়েশিয়া প্রবাসী।

মেয়ের লেখাপড়ার কারণে আমি বর্তমানে ঝিনাইদহে থাকি। এই সূযোগে গত ৩অক্টোবর সকালে আমার চাচা শ্বশুর মোঃ জালাল উদ্দিন (৬৩), মোঃ আনারুল ইসলাম পিতা-মৃত শমসের মন্ডল, আমার চাচাত দেবর মোঃ চয়ন হোসেন (২০), পিতা-আনারুল ইসলাম ও প্রতিবেশি মোঃ নজির মন্ডল
(৬০) পিতা-অজ্ঞাত, এবং অজ্ঞাত ৩/৪ জন মিলে হরিণাকুণ্ডু থানাধীন ২৬ নং বৈঠাপাড়া মৌজায় সাবেক ৩১৫/হাল ৩২৩ দাগের ৬০ শতকের মধ্যে ১০ শতক সাবেক ৩১৪ দাগের ২ শতক সর্বমোট ১২ শতক ক্রয়কৃত এবং

দখলকৃত জমিতে লাগানো ১৬টি মেহগনি গাছ, ৫টি কাঠাল গাছ, ৩টি আম গাছ, ২টি পেপে গাছ এবং শতাধিক কচুগাছ কেটে নিয়ে গেছে এবং আবাদী ফসল নষ্ঠ করে দিয়েছে যার ক্ষতির পরিমান আনুমানিক ১লক্ষ ৫০হাজার। এই কথা জিজ্ঞেস করতে গেলে তারা বাদিকে মেরে ফেলার হুমকী দেয়। ফলে বাদি ৯৯৯ ফোন দিয়ে পুলিশের সহযোগীতায় থানায় গিয়ে অভিযোগ দাখিল করেন।

তিনি লিখিত আরও অভিযোগে আরও জানান বিবাদীগন আমাদের ক্রয় কৃত সম্পত্তি জোর করে দখল করে নিতে চাই। আমি এবং আমার পরিবারের লোকজন বাধা দিতে গেলে বিবাদীগন বিভিন্ন ধরনের খুন জখমের হুমিক প্রদান করে। প্রভাবশালী কিছু ভাড়াটিয়া লোকজ ও বিবাদীরা উক্ত জমি জোর পূর্বক দখল করার পায়তারা করিতেছে। স্থানীয় ভাবে কয়েক বার সালিসি বৈঠাক হয় উক্ত বৈঠকে বিবাদীরা তাদের কোন কাগজ পত্র দেখাতে পারে নাই। আমাদের জমিতে ভোগদখল করিতে গেলে রক্ত ক্ষয়ী সংঘর্ষের আশু সম্ভবনা থাকায় ভয়ে আমরা মুখ খুলতে সাহস পায়না। বিষয়টি সুষ্ঠ তদন্ত করিয়া বিবাদীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

এবিষয়ে ২নং বিবাদী মোঃ আনারুল ইসলাম কাসেমের কাছে জানতে চাইলে তিনি ওখানে ছিলেন না বলে জানান এবং বলেন আমার বড় ভাই জালাল এবং তার ছেলেরা এই গাছ কেটেছে, ওদের সাথে জমি নিয়ে ঝামেলা আছে শুনেছি।

এবিষয়ে হরিণাকুণ্ডু থানার অফিসার ইনচার্জ শহিদুল ইসলাম হাওলাদার জানান, আমি প্রবাসীর স্ত্রীর লিখিত অভিযোগ পেয়েছি অভিযোগের বিত্তিতে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।